🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

‘মাদক হটাও, জীবন বাঁচাও’

নিজস্ব সংবাদদাতা | **কলকাতা, ১৫ নভেম্বর**

তারুণ্যই যেকোনো দেশের ভবিষ্যৎ এবং সমাজের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু সেই প্রাণবন্ত যুবসমাজের শিরায় শিরায় আজ নিঃশব্দে প্রবেশ করছে এক সর্বনাশা বিষ— মাদক। সাময়িক উত্তেজনার মোহ, তীব্র মানসিক অবসাদ কিংবা নিছক কৌতূহল থেকে এই মারণনেশার ফাঁদে পা দিচ্ছে আজকের তরুণ প্রজন্ম। এই ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয় রুখতে এবং বিপথগামী যুবসমাজকে সুস্থতার দিশা দেখাতে শুক্রবার সকালে শহরের রাজপথে আয়োজিত হলো এক সুবিশাল মাদক-বিরোধী সচেতনতা পদযাত্রা। ‘মাদক হটাও, জীবন বাঁচাও’— এই সময়োপযোগী স্লোগানকে সামনে রেখে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মহামিছিলে পা মেলান শত শত পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, চিকিৎসক এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা।

শহরের একটি মুক্তমঞ্চে এদিনের পদযাত্রা শেষ হওয়ার পর এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজতাত্ত্বিকরা এই 'নিঃশব্দ ঘাতক'-এর ভয়াবহতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা জানান, বর্তমানে সাবেকি নেশার পাশাপাশি ইয়াবা, ব্রাউন সুগার, এলএসডি-র মতো মারাত্মক রাসায়নিক মাদকের (Synthetic Drugs) রমরমা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ এই নেশার নীলকণ্ঠে আটকে পড়ছে। এর ফলে তাদের স্নায়বিক বৈকল্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন সম্পূর্ণ নষ্ট হচ্ছে, তেমনই ক্রমশ লোপ পাচ্ছে জাগতিক দায়িত্ববোধ। মাদকের টাকার জোগান দিতে গিয়ে সমাজে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজ। একটি সুস্থ ও সম্ভাবনাময় সমাজ ক্রমশ পরিণত হচ্ছে এক জীবন্মৃত নরকে।

এই মারণ ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটন করতে কেবল সামাজিক প্রচারই নয়, প্রয়োজন প্রশাসনিক বজ্রমুষ্টি। এদিনের সভা থেকে পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, শহরের আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠা মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে প্রশাসন ইতিমধ্যেই 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে কড়া নজরদারি। পাশাপাশি, যারা ইতিমধ্যেই এই নেশার অন্ধকূপে তলিয়ে গেছে, তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে খোলা হয়েছে একাধিক ‘নেশামুক্তি কেন্দ্র’ (De-addiction Centre)। সেখানে বিনামূল্যে মানসিক কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, যুবসমাজকে এই সর্বনাশা আসক্তি থেকে মুক্ত করতে প্রশাসনকে যেমন কঠোর হাতে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, তেমনই প্রতিটি পরিবারকেও তাদের সন্তানদের প্রতি আরও সংবেদনশীল হতে হবে। সকলের সম্মিলিত সচেতনতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসাই পারে এই মৃত্যুফাঁদ থেকে আগামী প্রজন্মকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে।